দৈনিক ইত্তেফাক

AUG 05 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লুসি, বীথিকা, তানজিন ও শান্তা গতকাল তদন্ত কমিশনের সামনে হাজির হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দেয় *—ইত্তেফাক*

আমরা বহিরাগত নইঃ লুসি

সালেহ উদ্দিন ॥ ছাত্রদলের আলোচিত নেত্রী হালিমা খাতুন লুসি বলেছেন, আমরা বহিরাগত নই। মেয়েদের হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে বলে তারা একটা মিথ্যা সেন্টিমেন্ট ছড়িয়ে দেয়। তবে সেদিন মহিলা পুলিশ হলে না ঢুকলে লাশ পড়তে পারতো। প্রভোস্ট সুলতানা শফি দা, বটি দিয়ে তার চামচাদের আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলো।

হালিমা খাতুন লুসি শামসুন্নাহার হল ছাত্রদলের সভাপতি। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিশনে চার ছাত্রী

আমরা প্রভোস্টের ষড়যন্ত্রের শিকার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল চারজন ছাত্রী সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ নিয়ে গতকাল পর্যন্ত ২৬ জন ছাত্রী সাক্ষ্য দিয়েছেন। এদিকে ছাত্রদলের চার নেত্রী তাদের সাক্ষ্যে বলেন, আমরা হল প্রভোস্ট সুলতানা শফির ষড়যন্ত্রের শিকার। তৃতীয়বারের মতো প্রভোস্ট হওয়ার জন্য তিনি অনুগত ছাত্রীদের আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। আমাদের অপরাধ, তাকে অপসারণের দাবীতে শিক্ষকদের আন্দোলনে আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম। কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম) বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলাম এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। গতকাল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর রোকেয়া সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কমিশনে হাজির হয়ে নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। কমিশন সূত্র জানায়, আজ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ১৪ জন সদস্য সাক্ষ্য দিবেন। সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ৯৪ জন পুলিশের একটি তালিকা কমিশনে পাঠানো হয়। এর মধ্য থেকে এই ১৪ জনকে বাছাই করা হয়।

ছাত্রদলের চার নেত্রী হালিমা খাতুন লুসি, নূরজাহান খানম শান্তা, বীথিকা বিনতে হোসাইন, তানজিন চৌধুরী (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

আমরা বহিরাগত (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে দর্শন শাস্ত্রে মাস্টার্স পাস করে। গত নভেম্বরে তার পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। লুসি ও তার সহযোগী নূরজাহান খানম শান্তা গতকাল তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে নায়েম ভবনে আসেন। সেখানে এই প্রতিবেদকের জিজ্ঞাসার জবাবে লুসি ও শান্তা বলেন, আমরা বহিরাগত নই। ছাত্রত্ব শেষ করেছি মাত্র। বহিরাগত বলতে কাকে বুঝায়? আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী। সাংগঠনিক কারণে আমরা হলে অবস্থান করতে পারি। হলগুলোতে সব সময়ই ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা থেকেছেন। তবে আমরা হলে থাকতাম না। দলীয় কর্মসূচীর প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে হলে আসি। শামসুন্নাহার হল ছাত্রলীগ সভাপতি জলি ও সাধারণ সম্পাদক রোজী এরাও বহিরাগত। কিন্তু তারাও হলে থাকছে। লুসি জানায়, সেদিন রাতে বাধ্য হয়ে হলে থাকতে হয়েছে। সেদিন আমি বাসায় ছিলাম। আটকেপড়া ছাত্রীদের উদ্ধারে হলে যাই। হলে যাওয়ার পর প্রভোস্টের চামচারা আমাদেরকে আটকিয়ে রাখে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চেয়েছি। তারা আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে শান্তা বলে, সাধারণ ছাত্রী বলে কেউ নেই। তারা সকলেই ছাত্রলীগ সমর্থক। প্রভোস্ট সুলতানা শফিও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য। ভিসি প্যানেল নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্যানেল নীল দল থেকে অংশ নিয়েছিলেন। সাধারণ ছাত্রীরা আপনাদের বিরুদ্ধে কেন অবস্থান নিয়েছিলো এ প্রশ্নের জবাবে লুসি ও শান্তা বলে, শামসুন্নাহার হলের কয়েক হাজার ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১শ ছাত্রী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। মেয়েদের হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে বলে তারা একটা মিথ্যা সেন্টিমেন্ট ছড়িয়ে দেয়। তারা কিছু সাধারণ ছাত্রীকে বিভ্রান্ত করে সরকারের বিরুদ্ধে একটা পরিস্থিতি তৈরী করতে চেয়েছিলো। কার নির্দেশে হলে পুলিশ আসে ? এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, প্রভোস্ট নিজেই ভিসি স্যারকে ফোন করে পুলিশ চেয়েছে। তারা বলেন, প্রভোস্টের বাসা ছিলো হলের মধ্যেই। তিনি কেন সে রাতে চুপ করেছিলেন। হলের শৃঙ্খলা রক্ষার সকল দায়-দায়িত্ব তো তার। হলে এতো ঘটনা ঘটে গেল আর তিনি ঘুমিয়ে থাকলেন– এটা কেমন কথা।

তারা আরো জানান, আন্দোলনকারী ছাত্রীদের নামে যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের সকলের বক্তব্য সুলতানা শফির বাসায় বসে তৈরী হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে হলের অভ্যন্তরে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে ? আমরা দেখেছি পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি। যদি পুরুষ পুলিশ ঢুকে থাকে তাহলে এর দায়িত্ব তো প্রভোস্ট সুলতানা শফির। তার অনুমতি ছাড়া হলে পুলিশ ঢোকে কি করে। ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে সেলিনা নামে একজন ছাত্রীকে আপনারা মারধর করেছেন এবং ভাংচুর করেছেন? তারা তো অনেক কথাই বলছে। প্রভোস্ট যা শিখিয়ে দিচ্ছে তারা তাই বলছে। সুলতানা শফিই সব গন্ডগোল পাকিয়েছেন।

আমরা প্রভোস্টের (প্রথম পৃঃ পর)

তাদের সাক্ষ্যে বলেন, ওইদিন প্রভোস্ট ভক্ত ছাত্রলীগের কতিপয় উচ্ছৃংখল মেয়েরা ছাত্রদল কর্মী লিলি, মৌ ও সুমিসহ কয়েকজনকে মারধর করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা প্রভোস্টের মেয়াদ বাড়ানোর দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তাদের মাঝে প্রভোস্টকে দেখতে পাই। তারা জানায়, জুন মাসে প্রভোস্ট আমেরিকা ছিলেন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্টের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। এমনকি প্রভোস্টের কক্ষও তালা মেরে যান। তার নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিবাদে আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ১ সপ্তাহ কর্মবিরতি পালন করেন। দেশে ফিরে প্রভোস্ট তার অনুগত ছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন। ওই সভায় তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সরিয়ে দিতে পারে। তিনি ছাত্রীদের সমর্থন চান। আমরা যেন তার বিরোধিতা করতে না পারি এজন্য তিনি বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেয়ার ইস্যুতেও আন্দোলন করতে ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। কিন্তু আমরা কেউই বহিরাগত ছিলাম না। শান্তা ও লুসি তাদের সাক্ষ্যে বলে, আমরা সদ্য মাস্টার্স পাস করি। হল সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় মাঝে মধ্যে দলীয় কর্মসূচীর প্রয়োজনে হলে আসি। বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্তরা আমাদের মতোই হলে থাকছেন।

ছাত্রীরা তাদের সাক্ষ্যে বলে প্রভোস্টের নির্দেশমতো ২৩ জুলাই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা প্রভোস্টকে বহাল রাখার দাবীতে ভিসি অফিস ঘেরাও করে। ভিসি তাদেরকে বলেন, 'প্রভোস্টকে অপসারণ করার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তোমরা হলে ফিরে যাও।' কিন্তু মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রভোস্ট ভেবেছিলেন তাকে হয়তো অপসারণ করা হবে। এ কারণে তিনি ছাত্রদেরকে উস্কে দেন। ভিসি অফিস থেকে ফিরে এসে ... অতীতে হল